দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ: 21 DEC 2008
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২

ঢাবিতে প্রায় ৭০ হাজার ভর্তি অনিশ্চিত

শাহজাহান শুভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক ও স্বেচ্ছাচারি এক সিদ্ধান্তের কারণে অনার্সে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তায় পড়েছে দেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থী। ফলে ভর্তি হওয়ার পূর্বেই প্রায় ৯ মাসের সেশনজটে পড়তে যাচ্ছে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তিচ্ছু প্রায় ৭০ হাজার পৃঃ ১১ কঃ ৪

ঢাবিতে প্রায় ৭০ হাজার ভর্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির ক্ষেত্রে আরোপিত অযৌক্তিক শর্তাবলী প্রত্যাহার না করায় এই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। আদালতের দোহাই দিয়ে কর্তৃপক্ষ শর্তাবলী প্রত্যাহারের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি নির্দেশিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির ক্ষেত্রে অযৌক্তিক শর্তারোপ করা হয়। শর্তে উল্লেখ করা হয়, যেসব শিক্ষার্থী এসএসসি ও এইচএসসি সমমান পর্যায়ে ২০০ নম্বরের ইংরেজি ও বাংলা পড়ে আসেনি, তারা এসব বিভাগে ভর্তি হতে পারবে না। কারিকুলাম অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজীতে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়ে থাকে। যদিও বাংলা ও ইংরেজীর ক্ষেত্রে মাদ্রাসার দাখিল ও আলিমের সিলেবাস এসএসসি ও এইচএসসি মতোই।

এ ধরনের অযৌক্তিক শর্তারোপ করায় বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, ভাষাতত্ত্ব, লোকপ্রশাসন ও উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য ভর্তির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যদিও লোকপ্রশাসন বিভাগ আরোপিত শর্তাবলী প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অন্যান্য বিভাগে আরোপিত শর্তাবলী বাতিলের দাবীতে আন্দোলনে নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে গত ১৮ অক্টোবর থেকে আন্দোলনে নামে তারা। কর্মসূচী অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট, প্রধান উপদেষ্টা, ঢাবি ভিসি'র নিকট স্মারকলিপি পেশ করে। একই সাথে ঢাবি ক্যাম্পাসে নিয়মিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। কিন্তু প্রেসিডেন্টসহ সব মহলের সুপারিশ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়নি। সর্বশেষ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার দিন ধর্মঘট আহবান করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দাবী মানার আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলে ২৮ নভেম্বর 'ঘ' ইউনিট এবং ১ ডিসেম্বর 'খ' ইউনিট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার প্রায় এক মাস পরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের দাবী মেনে নেয়নি।

এদিকে ভর্তি বৈষম্য ও অযৌক্তিক শর্তারোপের ব্যাপারে গত ২৬ অক্টোবর আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ৫ ছাত্র আদালতে রীট করে। ছাত্রদের রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য আরোপিত শর্ত কেন এখতিয়ার বহির্ভূত ও বেআইনী হবে না মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসিসহ ১৪ জনকে ৭ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলেছে হাইকোর্ট। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার জবাব দিতে পারেনি। তাদের রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২ ডিসেম্বর ঢাবি 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি কার্যক্রম এক মাস স্থগিত করেন হাইকোর্ট। গত ১৪ ডিসেম্বর এ বিষয়ের উপর পুনরায় শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এতে আবারো ৬ সপ্তাহের জন্য ভর্তি কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ দেন আদালত। যা ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর হবে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী ব্যারিস্টার শাহদীন মালিক ইঙ্গিতপূর্ণ বলেছেন, এ ধরনের মামলা রাতারাতি শেষ হয় না। নিষ্পত্তি হতে কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'খ' ও বিভাগ পরিবর্তনকারী 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত যথাক্রমে গত ২৮ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর। এবছর 'খ' ইউনিটে ২ হাজার ৬শ' ৩৭ আসনের বিপরীতে ২৮ হাজার ২শ' ৫৭ জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। অপরদিকে বিভাগ পরিবর্তনকারী 'ঘ' ইউনিটে প্রায় ৭০০ আসনের বিপরীতে ৪০ হাজার ৬০৭ জন ভর্তি পরীক্ষা দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত ভর্তি পরীক্ষার এক সপ্তাহের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু পরীক্ষার এক মাস অতিবাহিত হলেও আদালতের স্থগিতাদেশের দোহাই দিয়ে ফল প্রকাশ করছেনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নতুন স্থগিতাদেশের কারণে আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফলাফল স্থগিত থাকার কথা। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আইনজীবীরা বলছেন, কর্তৃপক্ষ চাইলে শর্তাবলী প্রত্যাহার করে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে পারে। তবে আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, ২ ইউনিটে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে চাইলে কর্তৃপক্ষকে সাতটি বিভাগ থেকে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তির ক্ষেত্রে শর্ত প্রত্যাহার করে নিয়ে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করতে হবে। এরই প্রেক্ষিতে জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় আদালত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি এ ধরনের পদক্ষেপ না নেয় তাহলে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ভোগান্তিতে পড়তে হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান বলেন, ভর্তি কার্যক্রমের অনুমতি চেয়ে আদালতে আবেদন করার চিন্তা-ভাবনা আমাদের রয়েছে।

এর আগে কর্তৃপক্ষ শর্তাবলী প্রত্যাহারের আশ্বাস দিলেও আজ (রোববার) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হলেও বিষয়টি আলোচ্যসূচীতে রাখা হয়নি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসিসহ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললে তারা বিষয়টি এড়িয়ে যান। তবে কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর সদরুল আমিন বলেন, আলোচ্যসূচীতে না থাকলেও বিষয়টি আসতে পারে। কোন শিক্ষক বিষয়টি উত্থাপন করলে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।